তারিখ 11 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সংবাদ

শিক্ষক লাঞ্ছনায় বিচারিক তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নারায়ণগঞ্জে এক স্কুল শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় পুলিশ প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে উল্লেখ করে পুরো বিষয়টির বিচারিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে ঢাকা মহানগর হাকিমকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গতকাল বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাসের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) এক আবেদনের শুনানি করে এ আদেশ দেন আদালত। পরবর্তী আদেশের জন্য ৬ নভেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে। আসকের আইনজীবী ছিলেন জেডআই খান পান্না।

আদেশে বলা হয়, নারায়ণগঞ্জের পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর যে বিচারক ওই প্রতিবেদন নথিভুক্ত করে রাখেন তিনি বিচারিক মন প্রয়োগ করেননি।

জেডআই খান পান্না জানান, নারায়ণগঞ্জের শিক্ষক শ্যামল কান্তিকে নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশের

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

শিক্ষক : লাঞ্ছনায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেয়া তদন্ত প্রতিবেদনকে আদালত অগ্রহণযোগ্য ও অসম্পূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই প্রতিবেদন আমলে নেয়ার বিচারক 'জুডিশিয়াল মাইন্ড অ্যাপ্লাই' করেননি বলে আদালত বলেছেন। পুলিশ এ বিষয়ে শ্যামল কান্তির সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ করেনি। আমরা আদালতের কাছে এফিডেভিট আকারে জমা দিয়েছি।

ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে গত ১৩ মে শ্যামল কান্তিকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে লাঞ্ছিত করা হয়। এ ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র নিন্দা-প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এমনকি মন্ত্রীরা সেলিম ওসমানের কঠোর সমালোচনা করেন। তবে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন সেলিম। ওই ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন নজরে এলে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুলসহ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন। আদালতের নির্দেশনায় ২৯ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও বন্দর থানার ওসির প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করে রাষ্ট্রপক্ষ। যা দায়সারা বলে অসন্তোষ জানিয়েছিলেন আদালত। এরপর ৮ জুন জেলা প্রশাসক নতুন করে প্রতিবেদন দেন হাইকোর্টে। ওই ঘটনার করা জিডির পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে অগ্রগতি আছে জানিয়ে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার ও বন্দর থানার ওসি ৬০ দিন সময় চেয়ে আবেদন করেন। আদালত তখন স্কুল শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে লাঞ্ছনার ঘটনায় করা জিডির তদন্তে আসা ফল হলফনামা আকারে ৪ আগস্ট আদালতে দাখিল করতে তাদের নির্দেশ দেন। গত ৭ আগস্ট পুলিশের সেই প্রতিবেদন হাইকোর্টে পড়ে শোনায় রাষ্ট্রপক্ষ। প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত ও স্থানীয় সংসদ সদস্য সেলিম ওসমানের দুজনই উদ্ভূত ঘটনায় পরিস্থিতির শিকার। ওই ঘটনা সংক্রান্তে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট (পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়) কারও বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ না থাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় আকস্মিকভাবে ওই ঘটনাটি হয়েছে বলে জানা যায়। আসক এ মামলায় পক্ষভুক্ত হয়ে আদালতকে জানায়, জিডির তদন্ত কর্মকর্তা ভিকটিম শ্যামল কান্তির সঙ্গে যোগাযোগই করেননি। একজন বিচারকের মাধ্যমে ঘটনা তদন্তের আবেদন করে আসক। ঐ ঘটনার পরপরই শিক্ষক শ্যামল কান্তিকে চাকরিচ্যুত করেছিল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে নিন্দা-প্রতিবাদের মধ্যে দুই দিনের মাথায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে। নিয়মবহির্ভূত সিদ্ধান্ত নেয়ায় বিদ্যালয় কমিটিও বাতিল করা হয়। দীর্ঘদিন ঢাকায় চিকিৎসা নেয়ার পর গত মাসে স্কুলে ফিরে যান শ্যামল কান্তি। এছাড়া শ্যামল কান্তির বিরুদ্ধে কথিত নির্যাতিত ছাত্রের মায়ের একটি এবং ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে করা আরেকটি মামলার আরজি নারায়ণগঞ্জের আদালত খারিজ করে দেন।